দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 5/3/78 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 3 ...

228

আবুল কালাম শামসুদ্দীন এর

সংক্ষিপ্ত জীবনী

(স্টাফ রিপোর্টার)

জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দীন ১৮৯৭ সালের ৩রা নবেম্বর মোমেনশাহী জেলার ত্রিশাল থানার ধানীখোলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১৯১৭ সালে তিনি ম্যাট্রিক পাস করেন। ঢাকা কলেজ থেকে আইএ পাস করেন। কোলকাতা রিপন কলেজে ১৯২১ সালে বিএ পড়ার সময় তিনি অসহযোগ আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা না দিয়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রতিষ্ঠিত সর্ববিদ্যায়তনের উপাধি পরীক্ষা দেন ও উত্তীর্ণ হন।

ছাত্রজীবন শেষে তিনি ১৯২২ সালে প্রথম চাকরি নেন দৈনিক মোহাম্মদীতে। ১৯২৫ সাল থেকে

(৩-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

(১ম পৃঃ পর)

তিনি 'দি মুসলমান' এ তিন বছর কাজ করেন। ১৯২৯-৩০ সাল দু' বছর তিনি দৈনিক ছোলতান-এ কাজ করেন। তিনি এর পর সাপ্তাহিক মোহাম্মদী, মাসিক মোহাম্মদী, মাসিক সওগাত, সাপ্তাহিক সওগাত সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। সাহিত্যিক সাংবাদিক জীবনের শুরুতে তিনি ছিলেন সওগাত সাহিত্য গোষ্ঠীর অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।

১৯৪০ সালে তিনি দৈনিক আজাদ এর সম্পাদক নিযুক্ত হন। একটানা ১৯৬৪ সন পর্যন্ত তিনি আজাদ-এর সম্পাদক ছিলেন। মূলতঃ 'আজাদ সম্পাদক' হিসেবেই আবুল কালাম শামসুদ্দীনের সর্বাধিক পরিচিতি। ১৯৬৪ সালে তিনি তদানীন্তন দৈনিক পাকিস্তান-এর সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭১ এর ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্বে ছিলেন। সাংবাদিকতায় এটাই তাঁর সর্বশেষ চাকরি। এর পর তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

ভাষা আন্দোলনের সময়

১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সময় ২১শে ফেব্রুয়ারী ছাত্র জনতার উপর পুলিশের গুলিবর্ষণ হলে জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দীন ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে ও বাংলা ভাষা প্রশ্নে তৎকালীন মুসলিম লীগ সরকারের সাথে মতবিরোধ হওয়ায় প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দেন। উল্লেখ্য ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগের মনোনয়নে তিনি প্রাদেশিক আইন সভায় নির্বাচিত হন।

১৯৫২ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী মহান ভাষা আন্দোলনে শহীদদের স্মরণে নির্মিত প্রথম শহীদ মিনার তিনি উদ্বোধন করেন।

খেতাব বর্জন

১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানের সময় আইয়ুব সরকারের দমননীতির প্রতিবাদে তিনি 'সিতারা-ই কায়দে আযম' খেতাব বর্জন করেন।

সাহিত্য কীর্তি

জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দীন একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক ছিলেন। বাংলার মুসলিম জাগরণ ও মুসলিম বাংলার সাহিত্যিক আন্দোলনে সে সময় তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। কবি নজরুল ইসলামকে বাংলা সাহিত্যে ও সুধী সমাজে যাঁরা সর্বপ্রথম সম্বর্ধনা জানান জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দীন ছিলেন তাঁর অন্যতম প্রধান। একজন চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক মননশীল গল্পকার ও অধ্যবসায়ী অনুবাদক হিসেবে বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্থান বিশিষ্ট। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : (১) দৃষ্টিকোণ (২) পলাশী হইতে পাকিস্তান, (৩) খরতরঙ্গ, (৪) ত্রিস্রোতা, (৫) নতুন চীন নতুন দেশ, (৬) কচি পাতা, (৭) অতীত দিনের স্মৃতি। তাঁর অনূদিত হোমারের ইলিয়াড, তুর্গেনিভের অনাবাদী জমি অনুবাদ সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। তিনি অনুবাদের জন্য বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেছেন। সাহিত্য ও সাংবাদিকতায় অনন্য অবদানের জন্য তিনি ১৯৭৬ সালে 'একুশে পদকে' সম্মানিত হন।